COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. BARUN ROUT ,SACT , DEPT. OF POLITICAL SCIENCE , NARAJOLE RAJ COLLEGE

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

প্রাক বৈদিক বা বৈদিক যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।সম্ভবত এ সময় পযন্ত রাষ্ট্র সমাজজীবনে দৃঢ়মূল হয়ে ওঠেনি। ধর্মসূত্রে রাজা, অমাত্য প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থাকলেও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের বিষয়টি আলোচিত হয়নি। কিন্তু বেদ পরবতীযুগে ক্রমশ নিদিষ্ট ভৌগলিক এলাকাযুক্ত এবং সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে।

অর্থশাস্ত্রের 'মন্ডলযোনি' নামক যষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে কৌটিল্য রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের কথা বলেন--"সাম্যমাত্যজনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড, মিত্রানি প্রকৃতয়ঃ'। কৌটিল্যের এই বক্তব্য রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান বা অঙ্গের পরিচয় আমরা পাই। যেমন স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ দণ্ড এবং মিত্র। অগ্নিপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রান্থে এই সাতটি উপাদানের উল্লেখ রয়েছে; এ কারণে বিষয়টিকে রাষ্ট্রসম্পর্কে সপ্তাঙ্গ তত্ব নামেও উল্লেখ করা মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্রের আটটি অঙ্গের (অষ্টাঙ্গিক রাজা) কথা বলা হয়েছে এবং অষ্টম অঙ্গ হিসেবে পুরশ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। আমরা এখানে কৌটিল্যের রাষ্ট্রের এই সাতাট উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

স্বামী

রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হিসেবে স্বামীর উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা বা শাসক এর পরিবর্তে স্বামী শব্দটি বাবহার এর মধা দিয়ে কৌটিল্য সম্ভবত প্রধান বা প্রভু অথেই ব্যবহার করেছেন। (কৌটিল্য স্বামীর কতকগুলি গুণের কথা বলেছেন, যেমন বংশগতগুণ, প্রজ্ঞাগুণ, উৎসাহগুণ এবং আত্মগুণ। বংশগত গুণের কথা বলে কৌটিল্য সম্ভবত রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন।

অমাত্য

অমাত্য শব্দটির ব্যবহার অর্থশাস্ত্রে এবং সে সময়ের অন্যান্য গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে অমাত্য বলতে মন্ত্রীকেই বোঝায়। কিন্তু প্রাচীনকালে সম্ভবত অমাত্য ও মন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। মন্ত্রী বলতে বোঝায় অল্পসংখক ব্যক্তি অপরদিকে অমাতা বলতে অনেক ব্যক্তিকে--উভয়েই অবশ্য পরামর্শদানে বা রাজ্যের কার্যপরিচালনায় রাজার সহায়ক। মহাভারতের শান্তিপর্বে যেখানে অমাত্যের সংখ্যা ৩৭, মন্ত্রীর সংখ্যা সেখানে মাত্র ৮জন ঠিক করা হয়েছে---যদিও এই সংখ্যা মহাভীরতে সবজায়গায় একই বলা নেই। অর্থশাস্ত্রে অমাত্য বলতে বোঝানো হয়েছে স্থায়ী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ, যেমন প্রধান পুরোহিত, মন্ত্রীগণ, রাজস্ব সচিব, কোষাধাক্ষ, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিষয়ক প্রশাসক, অন্তপুররক্ষক এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ । অপরদিকে, মন্ত্রীগণ শুধুমাত্র রাজাকে মন্ত্রণাদানে যুক্ত থাকতেন। স্বাভাবিকভাবেই কৌটিল্য মন্ত্রীদের সংখা তিন থেকে চার এর মধ্যে সীমিত রাখতে চেয়েছেন। অপরদিকে, অমাত্যগণের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণের পরিবর্তে প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চেয়েছেন।

পালিগ্রন্থেও অমত্য শব্দটির বাবহার করা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, কৌটিল্যের অমাত্য এবং পালি গ্রন্থে অমাত্য একই অর্থবহ রামশরণ শমরি মতে, প্রথমদিকে অমাত্যগণ ছিলেন স্বামীর' তথা রাজার বন্ধু, সহচর পার্ষদ কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করে মৌর্যযুগে, অমাত্যগণ রাজার কর্মচারীতে পরিণত হন।

কৌটিল্য অমাতাদের যোগ্যতার প্রসঙ্গে পচিশটি গুণ সম্পদের এক বিশাল তালিকা পেশ করেছেন; যেমন, স্বদেশীয়, উচ্চবংশজাত, বিভিন্ন কলায় পারদর্শী, বাগ্মী, সহনশীল, সচ্চরিত্রসম্পন্ন ইতাদি। এই সমস্ত গুণগুলি যে অমাত্যের মধো রয়েছে তিনি উত্তম শ্রেণীর অমাত্য। গুণগুলির চারভাগের একভাগ যার নেই. তিনি মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য এবং যার এই গুণগুলির অর্ধেকও নেই তিনি অধম শ্রেণীর অমাত্য। অমাত্যদের গুণ এবং তাদের কাজের ধরন ও গতিবিধি সম্পর্কে রাজা সবসময় অবহিত হবেন গুপ্তচরের মাধামে।

কৌটিল্যের কাছে মন্ত্রীগণ-এব ভূমিকা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীগণ রাজার মন্ত্রণাদাতা; রাষ্ট্রের তিনশক্তির মধ্যে মন্ত্রণাশকিই প্রধান। নীতি নিধারণ করা, আর্থিক বাবস্থা পযালোচনা করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক দুযোগের মোকাবিলা - সব ব্যাপারেই রাজার উচিত যোগ্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করা

জনপদ

রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদানটি হল জনপদ। মনুস্মৃতি, বিষ্ণুপুরান ও মহাভারতের শান্তিপর্বে সপ্তাঙ্গ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জনপদ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কামন্দকীয় নীতিসারে রাষ্ট্রশব্দটির মাঝে মাঝে ব্যবহার ঘটেছে। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে নিদিষ্ট ভুখন্ডের কথা বলা হয়েছে এবং জনসংখ্যাকে অপর একটি উপাদান ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে, যেমন অর্থশাস্ত্রে, জনপদ শব্দটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা এই দুটি উপদানকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া, ভূখণ্ড বলতে এখানে শুধুমাত্র জমি নয়; সুন্দর আবহাওয়াযুক্ত গোচারণ ও সমুদ্ধ কৃষিযোগ্য জমিকেই ধরা হয়েছে। এখানে থাকবে পরিশ্রমী কৃষক যারা কর এবং শান্তিবহনে সক্ষম। জনসংখ্যার মধ্যে একদিকে থাকবে অল্পসংখ্যার জ্ঞানবান প্রভু এবং বহু সংখ্যায় নিম্নজাতভুক্ত ব্যক্তি যারা প্রকৃতিতে হবে অনুগত । অর্থশাস্ত্রে জনসংখ্যার সঠিক সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও নতুন জনপদ গঠনের ক্ষেত্রে কৌটিল্য বলেন, প্রতিটি গ্রাম গড়ে উঠবে এক থেকে পাঁচশত পরিবার নিয়ে এবং স্থানিক এবং জনপদের সবচেয়ে বড় একক গড়ে উঠবে আটশত গ্রাম নিয়ে।

দুর্গ

রাষ্ট্রের চতুর্থ উপাদানটিকে কৌটিল্য দুর্গ বলে উল্লেখ করেন। মনুসংহিতায় অবশ্য দুর্গের পরিবর্তে পুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান হিসেবে। সাধারণত দুর্গ বলতে গড়, কেল্লা বোঝায়। কিন্তু এখানে দুর্গ শব্দটির দ্বারা রাজধানী, নগর, দুর্গকে বোঝানো হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে দুর্গবিধান এবং দুর্গনিবেশ- এই দুটি শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটির মধ্য দুর্গের গঠন এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে রাজধানীর পরিকল্পনা ও নকশা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে জনপদ এবং পুর এই দুটি শব্দের পার্থক্য করে বলা হয়েছে, জনপদ বলতে গোটা রাজ্য এবং পুর বলতে রাজধানী বোঝায়।

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে দুর্গের উল্লেখ না থাকলেও গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল "Politics" গ্রন্থে রাষ্ট্রের মধ্যে রাজধানীর অবস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। আরিস্টটলের ঘতো কৌটিল্য মনে করেন, রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপিত হবে, বিভিন্ন জাতগোষ্ঠী এবং কারিগর, এমনকি দেবদেবীদের মন্দিরও, সুনির্দিষ্ট, এলাকাভিত্তিক স্থানে গড়ে উঠবে। রাজধানীতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, সম্ভবত, একদিকে সামরিক ও কৃষির প্রয়োজনে কারিগর অপরিহার্য এবং দ্বিতীয়ত কারিগররা রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে রাজকোষকে স্ফীত করে তোলে। দুর্গের মধ্য বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্য ও গাছগাছড়া যেমন থাকবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যও মজুত থাকবে। বিভিন্ন ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ থাকবে দুর্গ। দৃর্গের গঠন ও জনবিন্যাসের এক বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে।

কোষ

রাষ্ট্রের পঞ্চম উপাদান হিসেবে কৌটিল্য কোষ এর উল্লেখ করেন। রাজকোষ বা ধনভান্ডারের নিয়ন্ত্রক হবেন রাজা স্বয়ং। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বৈধ এবং ন্যায়সম্মতভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহ করা রাজার অন্তিম দায়িত্ব। এমনকি কোন্ কোন্ উৎস থেকে ধনসঞ্চয় হতে পারে কৌটিল্য তারও এক বিশদ তালিকা পেশ করেন। দুর্গ, জনপদ, খনি, বাড়ী ও উদ্যান, বন, পশু এবং বনিকপথ এই সাতটি উৎসের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় যেমন, দুর্গের মধ্যেই রয়েছে পথশুল্ক, জরিমানা, বৃত্তিকর প্রভৃতি বিষয়। রাজকোষে সোনা, রূপা, মণিমুক্তা, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদির সংগ্রহ এমন প্রাপ্তি হবে যাতে যে কোন দুর্বিপাক, যেঘন যুদ্ধ মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনার মোকাবিলা করা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজার সংগৃহীত রাজঅন্তঃপুর ছাড়াও প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজনে রাজকোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; নতুবা রাজকর্মচারী ও সামরিক বাহিনীকে অনুগত রাখা যাবে না। বস্তুত, রাষ্ট্রের যে কোনও কাজই যে রাজকোষের উপর নির্ভর করে তা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের অষ্টম অধিকরণে প্রথম অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের তদারকি করার জন্য এক বিশাল কর্মচারী বাহিনীর কথাও কৌটিল্য বলেন। এই কর্মচারীদের প্রধান থাকবেন রাজার কাছে। রাজকোষ যাতে সুরক্ষিত থাকে, রাষ্ট্রীয় অর্থের যাতে অপচয় না হয়, কর্মচারীরা যাতে রাজকোষ অত্মসাৎ না করে তার জন্য তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের তথা গুপ্তচরদের সাহায্য নেবেন। |

দন্ড

দণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের ষষ্ঠ উপাদান। দণ্ড শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে দণ্ড শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে সেনাবাহিনীকে বোঝাতে। কৌটিল্যের মতে, দণ্ডের মধ্যে বংশানুক্রমিক এবং ভাড়াটে এই দুরকমের সৈনিকই থাকবে। সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও হস্তিবাহিনী থাকবে। বনাঞ্চল এবং অন্যান্য দুর্গম অঞ্চলের জন্য দক্ষ বাহিনী দরকার। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়কে সৈন্যবাহিনীর উপযুক্ত এবং যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের জাত-কাজ বলা হয়েছে। মনুসংহিতীয় বা মহাভারতে অবশ্য রাষ্ট্রের আপৎকালীন অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকেও সৈনবাহিনীতে যোগদানের কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্য অবশ্য বৈশ্য ও শুদ্রকেও সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের পক্ষপাতী। সম্ভবত কৌটিল্য যখন অর্থশাস্ত্র রচনা করেন তখনও জাত-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কারনে বংশানুক্রমিক সৈনিকের কথা বললেও ভাড়াটে সৈনিকও কৌটিল্যের রচনায়

স্থান পেয়েছে। সৈনিকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সৈনিক হবে দক্ষ, ধৈর্যবান, জয়পরাজয় সম্পর্কে বিগতমনা, রাজানুগত এবং রাজার আজ্ঞাবহ। সৈনিক ও তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের হাতে।

মিত্র

রাষ্ট্রের সপ্তম ও সর্বশেষ উপাদান হল মিত্র যা অন্যান্য শাস্ত্র সুহৃদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের মতে, সৈনিকের মতো মিত্রও হবে বংশানুক্রমিক, প্রকৃত মঙ্গলাকাংখী যে কোনও বিপদে সাহাযাদানকারী। শঠতা, লোভ, মিথ্যা বলা, কৃত্রিমতা প্রভৃতি শত্রুর বৈশিষ্ট্য-মিত্রের নয়। বিদেশনীতির আলোচনায় কৌটিল্য সেই সমস্ত রাজাকে মিত্র হিসেবে গণ্য করেছেন যারা বিজিগীষু রাজার সঙ্গে মিত্রতাসুত্রে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে সহায়তা করেন।

উপাদানগুলির সংকট বা ব্যাধি

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমরা কৌটিল্যের মতামত জেনেছি। এই উপাদানগুলির বিভিন্ন সমস্যা বা সংকট সম্পর্কে কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে অষ্টম অধিকরণে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এই অধিকরণটির নাম হল 'ব্যাসনাধিকারিক'। যা কল্যাণের বা ভালোর পথ থেকে কোনও কিছুকে ভ্রষ্ট করে তাই হল ব্যসন। অর্থাৎ স্বামী, অমাতা, জনপদ প্রভৃতি সাতটি উপাদানের সমস্য বা সংকট দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে রাষ্ট্রও সংকটের মুখে পড়ে । এই সমস্যা কৌটিল্যের মতে দৈবজনিত বা মনুষ্য সৃষ্ট হতে পারে। আগুন, বন্যা, রোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিকে কৌটিল্য দৈবজনিত সমস্যা বলেছেন। মানুষের তৈরী সমস্যাকে আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত এই দু'ভাবে তিনি ভাগ করেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই সংকট দেখা দেয় অমাত্য, সৈন্য, রাজকর্মচারী ইত্যাদির মাধ্যমে। বহিরাগতভাবে এই সমস্যা দেখা দেয় যখন দেশ কোনও শত্রুরাজা দ্বারা আক্রান্ত হয়। দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, হত্যা, আগুন লাগানো প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুপক্ষ দেশের মধ্যে সংকট সৃষ্টি বারে।

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে কোন উপাদানটি দোষযুক্ত হলে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতি হয়—সে সম্পর্কে কৌটিল্য সমসাময়িক পণ্ডিতদের মত তুলে ধরেছেন এবং অন্যান্য মতগুলিকে বাতিল করে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। কৌটিল্যের মতে, রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে পরের তুলনায় আগের উপাদানটি যেমন গুরুতুপূর্ণ ক্ষতির দিক থেকেও পরের তুলনায় আগের উপাদানটি দোষযুক্ত হ'লে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতি হয়। ভরদ্বাজ এর মতে অমাত্যের অভাবে ডানাকাটা পাখির মত রাজা অসহায় হয়ে পড়বেন। কৌটিল্য এই মতের বিরোধিতা করে বলেন অমাত্যের দোষের চেয়ে রাজার দোষই বেশী ক্ষতিকর। কারণ, রাজাই মন্ত্রী, অমাত্য, অন্যান্য গুরুত্ব কর্মচারীদের নিয়োগ ও কাজের তদারকি করে থাকেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রন ও উন্নতির ব্যবস্থা রাজার হাতে রয়েছে। এমনকি, অমাত্যগণ দোষী হ'লে রাজা অন্য অমাত্যকে নিয়োগ করতে পারেন। এ কারণে রাজাই হলেন প্রধান এবং রাজার দোষ রাষ্ট্রের পক্ষে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর।

আচার্য বিশালাক্ষ অমাত্য ও জনপদ এই দু'য়ের দোষের মধ্যে জনপদের দোষকেই বেশী ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেন। কারণ কোষ দণ্ড, খনিজ ও ধাতব পদার্থসমূহ, ফসল, কারিগর প্রভৃতি জনপদ থেকেই পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে, জনপদের সবরকমের কাজ ঠিকভাবে পরিচালনা, নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা, রাজ্য রক্ষা ও সমৃদ্ধি ঘটানো, জরিমানা ও কর সংগ্রহের মাধ্যমে জনপদের উপকার করা--- এ সমস্ত কাজ অমাত্যগণই করে থাকেন। সেহেতু জনপদের তুলনায় অমাত্যদের দোষ দেশের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর।

এভাবে কৌটিল্য দুর্গের তুলনায় জনপদের দোষ, কোষের তুলনায় দুর্গের দোষ, দণ্ডের তুলনায় কোষের দোষ এবং মিত্রের তুলনায় দণ্ডের দোষকে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর বলে মত প্রকাশ করেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ন্যায়তত্ব আলোচনার মত কৌটিল্য সে সময়কার বিভিন্ন পন্ডিতের বক্তব্যকে হাজির করেছেন এবং সেই সমস্ত বক্তব্যকে যুক্তির সাহায্যে বাতিল করে নিজের মত উপস্থিত করেছেন। কৌটিল্যের মতে, আগের উপাদানটি পরের উপাদানটির তুলনায় বেশী ক্ষতিকর । অবশ্য তিনি একথাও বলেন, যদি দেখা যায় একটি উপাদানের দোষের ফলে সেই দোষ অন্যান্য উপাদানগুলির ও দোষের কারণ হয় তাহলে সেই উপাদানটি বেশী ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীঃ (১৯৯৮) দণ্ডনীতি, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ,

২। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকঃ (১৯৬৭) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স।